গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জানুয়ারি/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৮-০২-২০২২
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জানুয়ারি/২০২২ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সভা শুরু করেন। সভাপতি নবযোগদানকৃত প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাঃ নায়েব আলী, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব ও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবু সালেহ ইকবাল'কে শুভেচ্ছা জানান। তাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান তিনটি একটি ভিন্ন মাত্রা ও নতুন গতি পাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	* এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কোন অনিষ্পন্ন বিষয় নেই। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা পিডিবি'কে সরবরাহ বাবদ বিলের বিপরীতে বিলম্ব মাশুল হয়েছিলো ১০৯ কোটি টাকা। বিষয়টি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে অডিট আপত্তি হয়েছে। তাই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়ে বিষয়টি সমাধান করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির যে বিষয়গুলো বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে dispute রয়েছে তার ওয়ার্কিং পেপার তৈরিপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (গ) এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে নিয়মিত ফলোআপ রাখার বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ সকল শাখা/অধিশাখা/ বাজেট অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	টিজিটিডিসিএল জানান যে, পিডিবি'কে গ্যাস সরবরাহের বিপরীতে ডিমান্ড চার্জ পরিশোধ করেনা। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানির যে বিষয়গুলো নিয়ে dispute রয়েছে সে বিষয়সমূহ দিয়ে দ্রুত ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুত করে সভা আয়োজন করতে হবে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, গত ২০-০২-২০২২ তারিখ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয় পর্যায়ে dispute এর বিষয়সমূহ নিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর যে সকল বিষয়সমূহে dispute রয়েছে সে সকল বিষয় নিয়ে দ্রুত ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে নিয়মিত ফলোআপ রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি সমন্বয় সভায় আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই সর্বসম্মতিক্রমে সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বিষয়টি বাদ দেয়ার জন্য একমত পোষণ করা হয়।		
৩.২	* সভায় উল্লেখ করা হয় যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর চলমান পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিষয়টি বর্তমানে চলমান থাকায় এটি সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। * পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পত্র দ্রুত সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের এনডোর্স করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখার বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পত্র দ্রুত সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের এনডোর্স করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্তটি সমন্বয় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে। (গ) খসড়া আয়কর আইনের ওপর বিপিসি ও পেট্রোবাংলার সাপ্লিমেন্টারি মতামত অতি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়াটি এ বিভাগের গঠিত কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আগামী ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ/বাজেট/ প্রশাসন-১ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্তটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বিত বিষয় না হওয়ায় এটি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। * চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) পেট্রোবাংলা বলেন যে, খসড়া আয়কর আইনের ওপর টিজিটিডিসিএল ব্যতীত অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মতামত পাওয়া গেছে। টিজিটিডিসিএল এর মতামত একদিনের মধ্যে সংগ্রহপূর্বক শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, খসড়া আয়কর আইনের বিষয়ে বিপিসি হতে মতামত পাওয়া গেছে এবং পেট্রোবাংলার মতামত প্রাপ্তির পর আগামী ২/১ দিনের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি মতামত প্রেরণ করা হবে। সভাপতি অতি দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলা হতে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), পেট্রোবাংলা অবহিত করেন যে, খসড়া নীতিমালাটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের পূর্বে পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। উক্ত যাচাই-বাছাই কমিটিতে পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব ছিলেন। সভাপতি এ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটিকে আগামী ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে খসড়া নীতিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামতসহ দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সকল সংস্থা/ কোম্পানির Asset re-valuation করার কার্যক্রম	(ঙ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

	চলমান রয়েছে। সভায় সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, চলমান/প্রক্রিয়াধীন শব্দ ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। কাজের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।		
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি গত ১২-০৪-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন যে, কারিগরি কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে অদ্যাবধি উপস্থাপন হয়নি। সভাপতি বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে ফলোআপ করে আগামী সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩)'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত প্রদত্ত সুপারিশ মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির বিষয়টি ফলোআপ করে আগামী সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ডটি ডাইনামিক ও ইউজার ফ্রেন্ডলি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি সভা করা হয়েছে। আরো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সমাধান করার জন্য কয়েকটি সভা করা হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) বলেন যে, হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ড্যাশবোর্ডের ডিজাইনে আরো কী কী তথ্যাদি ইনপুট দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ে সভা করে একটি পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণসমূহ এ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক সমন্বিত করে হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রেরণ করা হবে। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, মামলাসমূহের তথ্যাদি ড্যাশবোর্ডে ইনপুট দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ যেহেতু পৃথকভাবে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করেছে এবং সফটয়্যারটি সুপ্রীমকোর্টের লিংকের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা চলছে সেহেতু এ বিভাগের জন্যও পৃথকভাবে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করা যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা ও ড্যাশবোর্ড Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি হাইড্রেকার্বন ইউনিটকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের ওয়েবসাইট হালনাগাদের অংশ হিসেবে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ সভার ছবি সংযোজনের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) এ বিভাগের ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ সভার ছবি সংযোজনপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। (গ) বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আলোচনা করে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) জানান যে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ আপীলাট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসে চতুর্থ কিস্তি বাবদ ১০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। পরবর্তী কিস্তি আরো ৩ মাস পর পরিশোধ করবে। বর্তমানে বিইআরসি'র নির্ধারিত মূল্যে লাফার্জ সুরমা লিমিটেড গ্যাস বিল পরিশোধ করছে। আপাততঃ এ সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, জেজিটিডিএসএল এর এটি একটি বড় অর্জন নতুবা কোম্পানীর বড় ধরনের লস সংঘটিত হত। সভাপতি সর্বশেষ অগ্রগতিসহ এ বিষয়ে write-up প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতিসহ দ্রুত একটি write-up প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/

৩.৬	* বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কোভিড পরিস্থিতি বেড়ে যাওয়ায় চাইনিজরা গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে কয়লা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে কোভিড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে এক শিফটে শুধু চাইনিজ জনবল দ্বারা শুরু করে। এ সময়ে স্থানীয় ১৫৫ জন স্থানীয় শ্রমিককে কোভিড ম্যানেজমেন্ট করে গতকাল খনিতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং তারা ২য় শিফটে কয়লা উৎপাদন শুরু করবে। এ দু্ই শিফট চালু হয়ে গেলে দৈনিক ২৫০০-৩০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) বলেন যে, দীঘিপাড়া কয়লা খনির একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়েছে এবং অনুমতি পেলে এ বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হবে। সভাপতি প্রেজেন্টেশন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর করে গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তদানুযায়ী উৎপাদন ও স্টোপ উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) দীঘিপাড়া কয়লা খনির ফিজিবিলিটি স্টাডির বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল
৩.৭	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। পিওসিএল এর আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দি টাঙ্গাইল মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম ৬০% ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মেসার্স মাসহুদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। এমপিএল এর আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেসার্স ফারদিন অটো গ্যাস এন্ড ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম ৯৫% ও পূর্বাচলে মেসার্স পূর্বাচল মডেল ফিলিং স্টেশন	(ক) অগ্রগতি না থাকা মডেল ফিলিং স্টেশনটির বিষয়ে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যক্তি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। (গ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম উদ্বোধনযোগ্য হয়েছে সে সকল কার্যক্রম উদ্বোধনের পূর্বে সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে প্রাক-ভিজিট সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) মুজিব বর্ষের কার্যক্রম দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে আগামী ১৭ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি/উপকমিটি উদ্বোধনযোগ্যসহ মোট ৬(ছয়) টি ফিলিং স্টেশনের জন্য	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপারেশন-১ অধিশাখা/সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

	স্থাপনের কার্যক্রম ৪০% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, জেওসিএল এর আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেসার্স ডিএবি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম ৮০% ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে মেসার্স নাবিল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। একটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কোন অগ্রগতি নেই। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, নির্দেশনা পাওয়ার পর পরই কমিটি ফিল্ড ভিজিট করেছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তার উৎসাহের অভাবে মডেল ফিলিং স্টেশনটির কোন অগ্রগতি হয়নি, এক্ষেত্রে কোম্পানির পক্ষ হতে উদ্যোক্তাকে নিয়মিত পত্র প্রদান ও যোগাযোগ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে কমিটি সুপারিশ করেছে যে, উদ্যোক্তা যদি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনে ইচ্ছুক হন তাহলে তাকে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সময় বাড়ানো যেতে পারে। আর যদি ইচ্ছুক না হন তাহলে তার অনুমোদন বাতিল করা যেতে পারে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে যে বিশাল কর্মকান্ড হচ্ছে এ উপলক্ষে উদ্যোক্তাদের একটি ইনসেনটিভ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। এ বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। সভাপতি ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে এ বিভাগ, বিপিসি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে যে সকল কার্যক্রম উদ্বোধনযোগ্য হয়েছে সে সকল কার্যক্রম উদ্বোধনের পূর্বে সভাপতি প্রাক-ভিজিট করবেন মর্মে সভাপতি সভায় অবহিত করেন। এ বিভাগের উপসচিব (অপারেশন-১) অবহিত করেন যে, যেহেতু মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু মুজিব বর্ষকে রিপ্রেজেন্ট করে এমন লোগো স্থাপন	দৃশ্যমান স্থানে একটি স্ট্যান্ডার্ড ও কমন ডিজাইন তৈরী ও স্থাপন কাজ তদারকি করবে।	

	করা প্রয়োজন। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, মুজিব বর্ষকে বড় করে দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড ও কমন ডিজাইন তৈরি করে দিতে হবে। সভাপতি মডেল ফিলিং স্টেশন মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে গঠিত উপ-কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক ১৭ ই মার্চ ২০২২ এর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ও কমন ডিজাইন তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশেষ গত ১৮-১১-২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রায় ২০.৭৯ কোটি টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর এ পর্যন্ত অগ্রগতির বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ তৈরিপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, আগামী ২/১ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যাদি সহকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি অতি দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন। * উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ৬৪ এর বিএস ০১ নং খতিয়ানের বিএস ২ নং দাগের (যা বন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেএল নং ৬৪ এর বিএস ২ নং খতিয়ানের বিএস ১ নং দাগে) বন বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ২০১.৯০ একর খাস জমি থেকে কমপক্ষে ১০ (দশ) একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেনমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিষয়ে দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিত জবাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে এ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ/ইআরএল

	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, এ বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। তথ্যাদি পাওয়ার পর বিপিসি কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)'কে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তথ্যাদি পাওয়ার পর জবাব প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। * টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্পের বিষয়টি সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচির সাথে সামঞ্জস্য না হওয়ায় এটি এ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৯	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। সভাপতি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে এবং কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয়, রিট ও অন্যান্য মামলার সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মোট মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আড়াই হাজারের উপরে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, এ সকল মামলা নিষ্পত্তির জন্য এ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মামলার বিষয়ে পৃথক একটি সভা দ্রুত আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, দেশে জ্বালানি তেলের ভেজাল রোধ ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ এবং সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। সভাপতি দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ, বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। ই-দরপত্রের তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট করার জন্য তথ্য ছকটি পরিমার্জন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) মামলা নিষ্পত্তির জন্য এ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) মামলার বিষয়ে পৃথক একটি সভা আহ্বানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ, বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তথ্য ছকটি পরিমার্জনপূর্বক সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১১	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার এর সভাপতিত্বে প্রতি মাসে সভা আহ্বান করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। সভাপতি প্রতি মাসে এপিএ সংক্রান্ত কী কী কাজ করা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়নের সময়সীমা আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি আগামী ২০-০৩-২০২২ তারিখের মধ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়নপূর্বক প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট উল্লেখ করেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কিছু কিছু সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা অর্জনে সংশ্লিষ্টদের অধিক তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি এপিএ'র কৌশলগত ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটি সূচকের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক যাতে প্রমাণক তৈরি করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া, যে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে সেগুলো সমাধানের উপায় নির্ধারণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সকলকে আরো তৎপর হতে হবে। (খ) আগামী ২০-০৩-২০২২ তারিখের মধ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়নপূর্বক প্রেরণ করতে হবে। (গ) যে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে সেগুলোর সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১২	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদিত খসড়াটি মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধনপূর্বক ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ বিলটিতে ভেটিং প্রদান করেছে। খসড়া বিলটিতে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় বাংলাদেশ সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি ফলোআপ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়াটির পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা
৩.১৩	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্যাদি ছক আকারে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, জানুয়ারি/২২ মাসে মোট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ৩১টি, মোট স্পট ছিলো ১০৪টি, ১৮ কি.মি. অবৈধ বিতরণ লাইন উচ্ছেদ করা হয়েছে ও বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ১৮,২১১টি। বিচ্ছিন্নকৃত বাণিজ্যিক সংযোগ ২০টি, বিচ্ছিন্নকৃত শিল্প সংযোগ ২১টি ও ক্যাপটিভ সংযোগ ৫টি। জানুয়ারি মাসে গ্যাস বিক্রি ১৫২৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১৫০৫ কোটি আদায় করা হয়েছে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (গ) অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর ঐ জায়গার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যদি সংযোগ পুনরায় দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি ঐদিনই অবহিত না করেন তাহলে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরের লাইসেন্স বাতিলসহ তাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। (ঘ) বকেয়া আদায়ে জোনাল অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ তৎপর হতে হবে এবং এ কার্যক্রমটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলন করতে হবে। (ঙ) সরকারি প্রতিষ্ঠানে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী তালিকা সরবরাহের নিমিত্ত এ বিভাগে দ্রুত বকেয়ার তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি

	* সভাপতি বকেয়া আদায়ের তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, কোন অঞ্চলে অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে তা মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর ঐ জায়গার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যদি সংযোগ পুনরায় দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি ঐদিনই অবহিত না করেন তাহলে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার পাশাপাশি ঐ স্থানের কনট্রাক্টরের লাইসেন্স বাতিলসহ কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। সভাপতি আরো বলেন যে, বকেয়া আদায়ে জোনাল অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ তৎপর হতে হবে। সভাপতি আরো বলেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি হস্তক্ষেপ করবেন মর্মে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। যে বকেয়ার তালিকা প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তা দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। আগামী জুন/২০২২ এর পূর্বেই যাতে বকেয়া পরিশোধ করা হয় সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করবেন। বকেয়া আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.১৪	বিবিধ আলোচনা: অফশোর ও অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কি কি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে পৃথক সভায় নিয়মিত মনিটরিং করা হয় বিধায় সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচি হতে বিষয়টি বাদ দেয়ার জন্য একমত পোষণ করা হয়। সভাপতি দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্নের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	(ক) অফশোর ও অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কি কি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচি হতে বাদ দিতে হবে। (খ) দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) সফটওয়্যারের মাধ্যমে অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত অগ্রগতি ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য জানতে চান। এ বিষয়ে বিপিসি'র সচিব কোন তথ্যাদি প্রদান করতে না পারায় সভাপতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। * সভায় জানানো হয় যে, কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক ইতোমধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির বিষয়ে এ বিভাগের প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি প্রতিবেনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, দপ্তর/সংস্থা হতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত অগ্রগতি ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে তাদেরকে তালিকা প্রেরণের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিট থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। তালিকা প্রাপ্তির পর হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি এ তৎপরতার জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দ্রুত তালিকা প্রেরণের জন্য দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় গত এক মাসের কোভিড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, বিবিয়ানা প্ল্যান্টে কর্মরত জালালাবাদ গ্যাসের একজন কর্মচারী কোভিড আক্রান্ত হয়ে গত এক সপ্তাহ আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। সভাপতি উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারের প্রাপ্যতা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ	(ঙ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে তাদেরকে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্রুত হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। (চ) কোভিড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কোভিডে আক্রান্ত জেজিটিডিএসএল এর কর্মচারীর পরিবারের প্রাপ্যতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। (ছ) মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনার ওপর অনুষ্ঠিত পৃথক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (জ) সম্প্রতি যে সকল কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত একটি নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করতে হবে। (ঝ) এপিএ অর্জনের প্রমাণক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে আগামী ১০ মার্চ/২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। (ঞ) আসন্ন ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ ও মুজিববর্ষের সমাপনী প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। (ট) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক পেট্রোবাংলা হতে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	

	বিষয়ে অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি মাসে কার্যক্রমসমূহের বিষয়ে ইতোমধ্যে পৃথক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্প্রতি যে সকল কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত একটি নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * এপিএ অর্জনের প্রমাণক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে আগামী ১০ মার্চ/২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে একটি কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, আসন্ন ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ ও মুজিববর্ষের সমাপনী প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং এ সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পালনে তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি খসড়া বিধিমলাটি সংশোধনপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন

সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.১২২

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৮
০৬ মার্চ ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব